শেষ যামানার গুরাবারা

নবী ﷺ এর হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি- শেষ যামানায় বিদআত বেড়ে যাবে, এবং সুন্নাহর মৃত্যু ঘটবে, দ্বীন হয়ে যাবে অপরিচিত। এভাবে দিন যত যাবে দুনিয়ার অবস্থা তত খারাপ হবে। সৎকাজ হয়ে যাবে মন্দ কাজের মতো; আর মন্দকাজ হয়ে যাবে সৎকাজের মতো।
হকপন্থী লোকদের সংখ্যা গবে নগণ্য। তবে তারা সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও -যারা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করবে বা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। এভাবে আল্লাহর আদেশ তথা কিয়ামাত এসে পড়বে। তাদের সওয়াব হবে বেশি, পুরস্কার হবে অনেক বড়

ইসলামের অপরিচিত হওয়া এবং মুসলিমদের সংখ্যাল্পতার বর্ণনা দিতে গিয়ে নবী ﷺ এই দ্বীনের শেষ অংশকে প্রথম অংশের সাথে সাদৃশ্য করেছেন।

তিনি বলেছেন: «শুরুতেই ইসলাম ছিল অপরিচিত; শীঘ্রই আবার তা অপরিচিতের ন্যায় হয়ে যাবে»
অতপর তিনি শুরু এবং শেষের মুসলিমদেরকে একত্রিত করে বলেন: (فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ) অর্থাৎ, এরূপ অপরিচিত অবস্থায়ও যারা ইসলামের উপর টিকে থাকবে তাদের জন্য মুবারাকবাদ।

শুধু তাই নয়, কিছু কিছু হাদিসে তিনি শেষের লোকদেরকে প্রথমদের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন... এর কারণ আল্লাহ-ই ভালো জানেন, তবে হতে পারে তাদের দ্বারা আল্লাহ তায়া'লা দ্বীনের বড় বড় খেদমত নিবেন, দ্বীনের উপর টিকে থাকা তাদের জন্য বেশ কষ্টসাধ্য হবে, তাদের শত্রুসংখ্যা হবে অনেক বেশি, শত্রুরা দলবদ্ধ হয়ে তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে, এবং তাদের সাহায্যকারী লোকদের সংখ্যা থাকবে খুবই কম।

একটি হাদিসে এসেছে: «মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে, তখন তাদের মধ্যে দ্বীন ও শারী'আতের উপর দৃঢ়ভাবে ধৈর্যধারণকারীর অবস্থা হবে হাতের মুষ্টিতে অগ্নিশিখা ধারণকারীর মতো», এই কষ্টের জন্যই তাদেরকে এমন প্রতিদান দেওয়া হবে

আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে ইসলাম ও রাসূলের সুন্নাহর উপর অটল রাখুন, এর উপরই আমাদের জীবনকাল অতিবাহিত করুন এবং এর উপরই মৃত্যু নির্ধারণ করুন।
ধৈর্যধারণকারীর অবস্থা হবে হাতের মুষ্টিতে অগ্নিশিখা ধারণকারীর মতো», এই কষ্টের জন্যই তাদেরকে এমন প্রতিদান দেওয়া হবে

আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে ইসলাম ও রাসূলের সুন্নাহর উপর অটল রাখুন, এর উপরই আমাদের জীবনকাল অতিবাহিত করুন এবং এর উপরই মৃত্যু নির্ধারণ করুন।
বড় আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, বিদআতী লোকেরা নিজেদের সত্য অনুসারী হিসেবে প্রমাণ করার জন্য তাদের সংখ্যা, সম্পদ, প্রতিপত্তি এবং আধিপত্য দেখিয়ে থাকে। অন্যদিকে সুন্নাহর অনুসারীদের সংখ্যাল্পতা, পরিচয়হীনতা ও দুর্বলতাকে বাতিল হওয়ার প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করায়।

এভাবে নবী ﷺ যেটাকে হকপন্থী হওয়ার চিহ্ন বলেছেন তারা সেটাকেই বাতিলপন্থী হওয়ার চিহ্ন বানিয়েছে কেননা নবী ﷺ -এর ভাষ্যমতে শেষ যামানায় সত্য অনুসারীদের সংখ্যা কম হবে, তারা হবে অপরিচিত (গুরাবা)। অন্যদিকে বিদআতীরা সংখ্যায় হবে অনেক বেশি।

বস্তুত পূর্ববর্তী জাতিসমূহ তাদের নবীগণের সাথে যে ভাষায় কথা বলতো,বর্তমান হকপন্থীদের সাথে তারা ঠিক সে ভাষায় কথা বলছে। যেমন- নূহ -আলাইহিসসালাম- এর জাতি বলেছিলো:

{ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ }

«আমরা তো তোমাকে আমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া কিছু দেখছি না; আমরা তো দেখছি, তোমার অনুসরণ করছে তারাই, যারা আমাদের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতেই অধম এবং আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না, বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি» [সূরা হুদ], সালেহ -আলাইহিসালাম-এর জাতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

{ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ } ، [الأعراف]

«তাঁর সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতারা সে সম্প্রদায়ের যারা ঈমান এনেছিল- যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলল, তোমরা কি জান যে, সালিহ তার রব এর পক্ষ থেকে প্রেরিত? তারা বলল, নিশ্চয় তিনি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, আমরা তার উপর ইমান এনেছি। যারা অহংকার করেছিল তারা বলল, নিশ্চয় তোমরা যার প্রতি ঈমান এনেছ, আমরা তাতে কুফরকারী» [সূরা আরাফ], আর আমাদের নবীর উদ্দেশ্যে কাফেররা বলেছিলো:

{ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ }

«আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধিশালী; আর আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবে না» [সূরা সাবা],
আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেন:

{ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا } [الأنعام

«আর এভাবেই আমরা তাদের কাউকে অপর কারও দ্বারা পরিক্ষা করেছি, যাতে তারা বলে আমাদের মধ্যে কি এদের প্রতিই আল্লাহ অনুগ্রহ করলেন?» [সূরা আন'আম]তিনি আরো বলেন:

{ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ }

«আর যারা কুফরী করেছে তারা যারা ঈমান এনেছে তাদের সম্পর্কে বলে, যদি এটা ভাল হত তবে তারা এর দিকে আমাদেরকে অতিক্রম করে যেতে পারত না» [সূরা আহকাফ]

অথচ তারা ভুলে গেছে মহান আল্লাহর বাণী:

{ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ } [الرعد]

«কিন্তু এরা দুনিয়ার জীবন নিয়েই আনন্দিত, অথচ দুনিয়ার জীবন তো আখিরাতের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র» [সূরা রা'দ], আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেন:

{ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا } [الكهف]

«আর আপনি নিজেকে ধৈর্যের সাথে রাখবেন তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে তাদের রবকে তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং আপনি দুনিয়ার জীবনের শোভা কামনা করে তাদের থেকে আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। আর আপনি তার আনুগত্য করবেন না–যার চিত্তকে আমরা আমাদের স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে ও যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে» [সূরা কাহাফ],
তিনি আরো বলেন:

{ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ } الآيات كلها .. [الكهف]

«আর আপনি তাদের কাছে পেশ করুন দু'ব্যক্তির উপমাঃ তাদের একজনকে আমরা দিয়েছিলাম দুটি আঙ্গুরের বাগান...» প্রাসঙ্গিক আয়াতসমূহ [সূরা কাহাফ],
তিনি আরো বলেন:

{ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ } [الحجر]

«আমরা তাদের বিভিন্ন শ্রেনীকে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি আপনি কখনো আপনার দুচোখ প্রসারিত করবেন না» [সূরা হিজর]
তিনি আরো বলেন:

{ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ } إلى قوله { وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ } [الزخرف]

«আর সব মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, এ আশংকা না থাকলে দয়াময়ের সাথে যারা কুফরী করে, তাদেরকে আমরা দিতাম তাদের ঘরের জন্য রৌপ্য-নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি যাতে তারা আরোহণ করে..... এবং এ সবই তো শুধু দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সম্ভার আর আখিরাত আপনার রবের নিকট মুত্তাকীদের জন্যই» [সূরা যুখরুফ]

তাদের চেয়ে বেশি বুঝদার ছিলো রোমান সম্রাট কাইসার, যদিও সে ছিলো কাফের। কেননা, যখন তাকে নবী ﷺ-এর চিঠি পাঠানো হয়, তখন সে আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করেছিলো: 'তাঁর অনুসরণকারীরা কি শক্তিশালী লোক নাকি দুর্বল লোক?' আবু সুফিয়ান বলেছিলেন: 'বরং দুর্বল লোক তারা'

এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে সে বুঝতে পেরেছিলো নিশ্চয় তিনি (নবী ﷺ) সত্যিই আল্লাহর রাসূল। অতপর সে বললো: 'যুগে যুগে রসূলদের অনুসারীরা এমনই হয়'

এক বর্ণনায় এসেছে, যখন মূসা (আ.) তাঁর রবের সাথে কথা বলছিলেন, তখন আল্লাহ তাকে বলেছিলেন: "হে মূসা, ফেরাউনকে আমি যে চাকচিক্য ভোগ-সামগ্রী দিয়েছি তা যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। কারণ, আমি যদি চাইতাম, তোমাদেরকে এমন চাকচিক্য ও বিলাসিতার সামগ্রী দিতাম যা দেখে ফেরাউন তার অক্ষমতা বুঝতে পারত, তবে আমি তা করতাম। কিন্তু আমি তোমাদেরকে সেইসব থেকে বিরত রেখেছি, এবং আমি আমার বন্ধুদেরও এভাবে পরীক্ষায় ফেলি।

অতীতেও আমি তাদেরকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে দূরে রেখেছি, যেমন দয়ালু এক রাখাল তার গবাদি পশুকে মৃত্যুর স্থান থেকে দূরে রাখে। আমি তাদেরকে দুনিয়ার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য থেকে দূরে রাখি, যেমন একটি দয়ালু রাখাল তার ছাগলগুলোকে বিপদজনক জায়গা থেকে দূরে রাখে। এটি তাদের প্রতি আমার অবজ্ঞা নয়, বরং আমি চাই তারা যেন পরকালে পূর্ণ ও নিরাপদভাবে তাদের অংশ পায়। সুতরাং দুনিয়া যেন তাদের চাহিদা পূরণের জায়গা না হয় এবং তাদের প্রবৃত্তি যেন তাদেরকে পরাস্ত করতে না পারে।"

এবং উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন তিনি নবী ﷺ-এর কাছে তার ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি তার চোখ উঠিয়ে দেখলেন, ঘরের মধ্যে তিনটি কাঁচা চামড়া ব্যতীত দৃষ্টিপাত করার মতো আর কিছু নেই । তিনি খেজুরের পাতায় তৈরী ছোবড়া ভর্তি একটা চামড়ার বালিশে হেলান দিয়ে খালি চাটাই এর উপর কাত হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর শরীর ও চাটাই এর মাঝখানে কোন ফরাশ ছিল না।

ফলে তাঁর শরীরের পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। তিনি বললেন, "হে রাসূলুল্লাহ, আপনি এই অবস্থায় আছেন, অথচ রোমান এবং পারসিয়ানরা, যারা আল্লাহকে ইবাদত করে না, তারা পৃথিবীর সব কিছু উপভোগ করছে?" তখন নবী ﷺ রাগান্বিত হয়ে বসে গিয়ে বললেন: "তুমি কি সন্দেহে আছো, হে ইবনে খাত্তাব? তুমি কি খুশি নও যে তাদের জন্য দুনিয়া থাকবে এবং আমাদের জন্য আখিরাত থাকবে?" এটি হাদিসের ভাবার্থ।

আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলামের উপর অটল রাখুন, সুন্নাহের পথ অবলম্বন করতে সাহায্য করুন এবং কুফর ও বিদআত থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদের ঈমানকে ভালোবাসার বস্তু বানিয়ে দিন।

[মুনাজারা ফিল কুরআন]
-ইবন কুদামাহ আল-মাকদিসি (রহ.)